

প্রশ্নের
ধরন ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(৮টি প্রশ্ন থাকবে; সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)

২×৮ = ১৬

প্রথম অধ্যায় জলবায়ু পরিবর্তন

প্রশ্ন-১ আবহাওয়া ও জলবায়ু বলতে কী বোঝ? (জ্ঞান)

উত্তর: আবহাওয়া বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতাকে বোঝায়। অন্যদিকে কোনো স্থানের ৩০-৩৫ বছরের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদির গড় মানের হিসাব হচ্ছে জলবায়ু।

প্রশ্ন-২ আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্ন-১)

উত্তর: আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো—

১. কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা হচ্ছে আবহাওয়া। অন্যদিকে কোনো স্থানের ৩০-৩৫ বছরের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদির গড় মানের হিসাব হচ্ছে জলবায়ু।
২. আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল হলেও জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়।

প্রশ্ন-৩ জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী মানবসৃষ্ট দুটি কারণ লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী মানবসৃষ্ট দুটি কারণ হলো—

১. জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন— কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির অতিরিক্ত ব্যবহার।
২. কলকারখানা, যানবাহন, এসি, ফ্রিজ প্রভৃতি থেকে নির্গত গ্যাস।

প্রশ্ন-৪ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার দুটি প্রভাব লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার দুটি প্রভাব হলো—

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমির ক্ষতি করছে।
২. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে অনেক এলাকা পানির নিচে স্থায়ীভাবে তলিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন-৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা বেড়ে যায় কেন? একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা বেড়ে যায়। একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে— বন্যা।

প্রশ্ন-৬ জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি আর্থ-সামাজিক প্রভাব লেখো। (সম্প্রতি)

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি আর্থ-সামাজিক প্রভাব হলো—

১. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ।
২. খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রশ্ন-৭ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার কম হয়। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে আমাদের দুটি করণীয় লেখো। (মূল্যবোধ ও দক্ষিণতন্ত্র)

উত্তর: বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে আমাদের দুটি করণীয় হলো—

১. বিদ্যুৎসাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহার করা ও
২. অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা।

প্রশ্ন-৮ দৈনন্দিন জীবনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কীভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়? (সম্প্রতি)

উত্তর: দৈনন্দিন জীবনে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন— ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, গ্যাস অধিক মাত্রায় ব্যবহার করায় বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়। এর ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়।

প্রশ্ন-৯ পরিবেশের ওপর জীবাশ্ম জ্বালানি অতিরিক্ত ব্যবহারের দুটি প্রভাব লেখো। (সম্প্রতি)

উত্তর: পরিবেশের ওপর জীবাশ্ম জ্বালানি অতিরিক্ত ব্যবহারের দুটি প্রভাব হলো—

১. বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়।
২. বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-১০ জীবাশ্ম জ্বালানির দুটি উদাহরণ দাও। (জ্ঞান)

উত্তর: জীবাশ্ম জ্বালানির দুটি উদাহরণ হলো—

১. কয়লা, ২. প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রশ্ন-১১ পরিবেশবাদীরা বর্তমানে প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারকে নিবৃৎসাহিত করছে। এর পিছনে দুটি কারণ লেখো। (সম্প্রতি)

উত্তর: প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার নিবৃৎসাহিত করার দুটি কারণ হলো—

১. প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য সহজে পচে না এবং নষ্ট হয় না।
২. পরিবেশকে দূষিত করে।

প্রশ্ন-১২ প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে। এক্ষেত্রে তোমার দুটি করণীয় লেখো। (মূল্যবোধ ও দক্ষিণতন্ত্র)

উত্তর: প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় পণ্য ব্যবহার করা থেকে যতটা সম্ভব বিরত থাকব। এ ধরনের পণ্যের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পণ্য, যেমন— পাটের ব্যাগ, কাগজের প্যাকেট ইত্যাদি ব্যবহার করব।

প্রশ্ন-১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেখা দিচ্ছে এমন দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেখা দিচ্ছে এমন দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো—

১. বন্যা, ২. ঘূর্ণিঝড়।

প্রশ্ন-১৪ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। এর দুটি কারণ লেখো। (সম্প্রতি)

উত্তর: ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার দুটি কারণ হলো—

১. কম বৃষ্টিপাত এবং
২. অধিক পানি ব্যবহার।

প্রশ্ন-১৫ জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি বৈশ্বিক প্রভাব লেখো। (সম্প্রতি)

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি বৈশ্বিক প্রভাব হলো—

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে।

প্রশ্ন-১৬ মৃত্তিকা তার বাড়ির আশপাশের খালি জায়গায় গাছ লাগান। এ কাজটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কীভাবে সহায়তা করবে? (সম্প্রতি)

উত্তর: গাছ রোপণের মাধ্যমে বনায়ন করা হলে তা বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে নির্মল এবং শীতল রাখার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন-১৭ সোলার প্যানেল কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করছে? (সম্প্রতি)

উত্তর: সোলার প্যানেল সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এটি জীবাশ্ম জ্বালানির সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার কমায়। অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমায়। আর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে সোলার প্যানেল জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন-১৮ নবায়নযোগ্য শক্তির দুটি উৎসের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: নবায়নযোগ্য শক্তির দুটি উৎস হলো—

১. সূর্যের আলো এবং
২. বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত বায়োগ্যাস।

প্রশ্ন-১৯ নবায়নযোগ্য শক্তি কীভাবে জলবায়ুর স্বাভাবিকতা রক্ষা করে? (জ্ঞান)

উত্তর: পানির স্রোত, বাতাস, সূর্যের আলো এবং বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত বায়োগ্যাস নবায়নযোগ্য শক্তির বড়ো উৎস। এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং তা পরিবেশবান্ধব। ফলে এটি জলবায়ুর স্বাভাবিকতা রক্ষা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়) আমরা মানুষ

প্রশ্ন-২০ শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত শিশুর দুটি প্রয়োজন লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত শিশুর দুটি প্রয়োজন হলো—

১. চলাচলের জন্য হুইল চেয়ার, রাস্প, স্ক্র্যাচ ইত্যাদি।
২. উপযোগী টয়লেট ও শ্রেণিকক্ষে বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

প্রশ্ন-২১ শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়? (দক্ষতা)

উত্তর: শারীরিক প্রতিবন্ধিতা হলো শরীরের কোনো একটি অঙ্গ বা অংশ ব্যবহার করে কাজ করতে অসুবিধা হওয়া।

প্রশ্ন-২২ দৃষ্টি সমস্যায় আক্রান্ত শিশুর যেকোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (দক্ষতা)

উত্তর: দৃষ্টি সমস্যায় আক্রান্ত শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ছোটো ও দূরের কিছু জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়;
২. অনেকে কিছুই দেখতে পায় না।

প্রশ্ন-২৩ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি প্রয়োজন উল্লেখ করো। (দক্ষতা)

উত্তর: দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি প্রয়োজন হলো—

১. শ্রেণিকক্ষে সামনে বসার ব্যবস্থা করা এবং
২. দেখানোর সাথে সাথে মুখে বলে দেওয়া বা শোনার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন-২৪ একজন অটিস্টিক সহপাঠীর সাথে তুমি করবে এমন দুটি আচরণ লেখো। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর: একজন অটিস্টিক সহপাঠীর সাথে আমি করব দুটি আচরণ হলো—

১. তার সাথে কথা বলার সময় জটিল শব্দ ব্যবহার করব না।
২. তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করব।

প্রশ্ন-২৫ অটিস্টিক শিশুদের যেকোনো দুটি প্রতিভা উল্লেখ করো। (দক্ষতা)

উত্তর: অটিস্টিক শিশুদের দুটি প্রতিভা হলো—

১. ছবি আঁকা এবং
২. গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।

প্রশ্ন-২৬ অটিস্টিক শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (দক্ষতা)

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর, পাঁচলাইপ, চট্টগ্রাম)

উত্তর: অটিস্টিক শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।
২. একই কাজ একটানা করতে থাকে।

প্রশ্ন-২৭ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. অনেক সময় নিয়ে কাজ করে;
২. কোনো কিছু গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে সমস্যা হয়।

প্রশ্ন-২৮ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুদের প্রয়োজন এমন দুটি বিষয় উল্লেখ করো। (দক্ষতা)

উত্তর: বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুদের প্রয়োজন এমন দুটি বিষয় হলো—

১. তাদের মনোভাব বুঝে সাড়া দেওয়া এবং
২. বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করা।

প্রশ্ন-২৯ শ্রবণ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি প্রয়োজন লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: শ্রবণ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি প্রয়োজন হলো—

১. কোনো নির্দেশনা মুখে বলার সাথে সাথে লিখে দেওয়া।
২. শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র।

প্রশ্ন-৩০ শ্রবণ সমস্যায় আক্রান্ত একজন শিশুর সাথে তুমি করবে এমন দুটি আচরণ লেখো। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর: শ্রবণ সমস্যায় আক্রান্ত একজন শিশুর সাথে আমি করবো এমন দুটি আচরণ হলো—

১. শ্রেণিকক্ষের সামনে বসতে দেব এবং
২. কোনো কিছু মুখে বলার সাথে সাথে লিখে দেব।

প্রশ্ন-৩১ বাক সমস্যায় আক্রান্ত শিশুর সাথে করণীয় দুটি আচরণ লেখো। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর: বাক সমস্যায় আক্রান্ত শিশুর সাথে করণীয় দুটি আচরণ হলো—

১. তার সাথে ধীরগতিতে কথা বলা।
২. মনোযোগের সাথে তাকে বোঝার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন-৩২ সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের দুটি ক্ষেত্র লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের দুটি ক্ষেত্র হলো—

১. বাবা-মার একত্রে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পড়ানো।
২. ছেলে-মেয়ে মিলেমিশে দলগতভাবে শ্রেণির কাজ করা।

প্রশ্ন-৩৩ সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের দুটি গুরুত্ব লেখো। (দক্ষতা)

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর)

উত্তর: সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের দুটি গুরুত্ব হলো—

১. ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রস্তুত করতে পারে। পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরি হয়।
২. সকলেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কেউ নিজেকে অবহেলিত মনে করে না।

প্রশ্ন-৩৪ সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ তৈরিতে তুমি করবে এমন দুটি কাজ লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ তৈরিতে আমি করবো এমন দুটি কাজ হলো—

১. বাড়ির বিভিন্ন কাজে বোনের সাথে মাকে সহযোগিতা করবো।
২. বিদ্যালয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

প্রশ্ন-৩৫ বিদ্যালয়ে তুমি সহপাঠীর সাথে মিলেমিশে কাজ করলে পাওয়া যায় এমন দুটি সুবিধা লেখো। (দক্ষতা)

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, পাঁচলাইপ, চট্টগ্রাম)

উত্তর: বিদ্যালয়ে আমি সহপাঠীর সাথে মিলেমিশে কাজ করলে পাওয়া যায় এমন দুটি সুবিধা হলো—

১. পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরি হয়।
২. কেউ নিজেদের অবহেলিত মনে করে না।

তৃতীয় অধ্যায়) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

প্রশ্ন-৩৬ গারো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বাস করে? (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২, প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, পাঁচলাইপ, চট্টগ্রাম)

উত্তর: গারো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশে সাধারণত ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বাস করে।

প্রশ্ন-৩৭ গারো নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: গারো নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।
২. গারোর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন-৩৮ গারোদের দুটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: গারোদের দুটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হলো—

১. তাদের নিজস্ব ভাষার নাম আচিক বা গারো ভাষা।
২. ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম ওয়ানগালা।

প্রশ্ন-৩৯ গারো নারীদের দুটি ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: গারো নারীদের দুটি ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো— 'দকবান্দা' ও 'দকসারি'।

প্রশ্ন-৪০ গারোদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: গারোদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. গারোদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক'।
২. বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।

প্রশ্ন-৪১ গারো নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসবটির নাম কী? উৎসবটি পালনের সময় তারা কী করে? (জান)

উত্তর: গারো নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসবটির নাম 'ওয়ানপালা'। উৎসবটি পালনের সময় তারা দেবতা সালজং-এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নতুন শস্য উৎসর্গ করে।

প্রশ্ন-৪২ গারো ও খাসি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য লেখো। (দক্ষত)

উত্তর: গারো ও খাসি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য হলো—

১. গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম আচিক বা গারো ভাষা। খাসিদের নিজস্ব ভাষার নাম মনখেমে।
২. গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব 'ওয়ানপালা'। অন্যদিকে খাসিরা বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে 'খাসি সেন্ং কুটলেন্ং' উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-৪৩ খাসি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোথায় বসবাস করে? তাদের সমাজব্যবস্থা কীরূপ? (জান)

উত্তর: খাসি জনগোষ্ঠী সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। তাদের সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক।

প্রশ্ন-৪৪ খাসি নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে দুটি তথ্য লেখো। (জান)

উত্তর: খাসি নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে দুটি তথ্য হলো—

১. খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে।
২. খাসিদের প্রধান দেবতার নাম 'উরুই নাংখউ'।

প্রশ্ন-৪৫ খাসি নৃগোষ্ঠীর পোশাক সম্পর্কে দুটি তথ্য লেখো। (জান)

উত্তর: খাসি মেয়েরা 'কাজিম পিন' নামক ব্লাউজ ও লুজি পরে। আর ছেলেরা 'ফুংগ মারুং' নামের পকেট ছাড়া শার্ট ও লুজি পরে।

প্রশ্ন-৪৬ খাসিদের বর্ষবিদায় উৎসব সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো।

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, চাঁদপুর সদর)

উত্তর: খাসিদের বর্ষবিদায় উৎসব সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. খাসিরা 'খাসি সেন্ং কুটলেন্ং' নামে বর্ষবিদায় উৎসব পালন করে।
২. বর্ষবিদায় উৎসবে খাসিরা মেলাসহ নাচ, গান ও খেলার আয়োজন করে।

প্রশ্ন-৪৭ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলতে কী বোঝ? এ ধরনের সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান বাংলাদেশের এমন দুইটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম লেখো। (জান)

উত্তর: যে সমাজে সন্তানদের বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার মায়ের গোত্রের দিক থেকে নির্ধারণ হয় তাকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বিদ্যমান বাংলাদেশের এমন দুইটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো— গারো ও খাসি।

প্রশ্ন-৪৮ ওরাও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ বাংলাদেশের কোন জেলায় বসবাস করে? (জান)

উত্তর: ওরাও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ বাংলাদেশের রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বসবাস করেন।

প্রশ্ন-৪৯ ওরাও জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর: ওরাও জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ওরাওদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক।
২. ওরাওদের সমাজে সন্তানদের পরিচিতি, বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা বাবার গোত্রের দিক থেকে হয়।

প্রশ্ন-৫০ ওরাও জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপায় সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো।

(দক্ষত)

উত্তর: ওরাও জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপায় সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. ওরাওদের জীবিকা কৃষিনির্ভর।
২. কৃষির পাশাপাশি ওরাওরা গবাদি পশুসহ হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করেন।

প্রশ্ন-৫১ ওরাওদের সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (জান)

উত্তর: ওরাওদের সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ওরাওদের প্রধান উৎসবের নাম 'কারাম'।
২. নৃত্য ও সংগীত ওরাও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্ন-৫২ ওরাওদের প্রধান উৎসবের নাম কী? কোন মাসে এই উৎসব পালন করা হয়? (জান)

উত্তর: ওরাওদের প্রধান উৎসবের নাম কারাম। ভাদ্র মাসে এই উৎসব পালন করা হয়।

প্রশ্ন-৫৩ ওরাও জনগোষ্ঠীর ঘরের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (জান)

উত্তর: ওরাও জনগোষ্ঠীর ঘরের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ওরাওদের ঘরের দেয়াল সাধারণত মাটির এবং ছাউনি ছন ও খড়ের।
২. তাদের অধিকাংশ ঘর আকৃতিতে ছোটো ও চারচালা বিশিষ্ট।

প্রশ্ন-৫৪ ওরাও ও খাসি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে দুটি পার্থক্য লেখো। (দক্ষত)

উত্তর: ওরাও ও খাসি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য হলো—

১. ওরাওদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে সন্তানদের পরিচিতি, বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা বাবার গোত্রের দিক থেকে হয়। অন্যদিকে খাসি সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক।
২. ওরাওদের ভাষার নাম কুঁতুখ ও সাদরি। খাসিদের ভাষার নাম মনখেমে।

প্রশ্ন-৫৫ তোমার একজন সহপাঠী ওরাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর। তার সাথে কেমন আচরণ করবে? দুটি বাক্য লেখো। (স্বল্পবোধ ও নৃসিদ্ধি)

উত্তর: আমার ওরাও সহপাঠীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় এমন কোনো ধরনের আচরণ করব না। তার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব।

প্রশ্ন-৫৬ স্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো। (জান)

উত্তর: স্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. স্রোরা প্রকৃতিপূজারি এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।
২. স্রোরা সৃষ্টিকর্তাকে 'খোরাই' নামে ডাকে।

প্রশ্ন-৫৭ স্রো জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত দুইটি ধর্মমতের নাম লেখো।

(জান)

উত্তর: স্রো জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত দুইটি ধর্মমতের নাম হলো ক্রামা ও বৌদ্ধধর্ম।

প্রশ্ন-৫৮ স্রো নৃগোষ্ঠীর উৎসব সম্পর্কে দুইটি বাক্য লেখো। (দক্ষত)

উত্তর: স্রো নৃগোষ্ঠীর উৎসব সম্পর্কে দুইটি বাক্য হলো—

১. স্রোরা বর্ষবরণের জন্য 'চাংক্রান' উৎসব পালন করে।
২. এছাড়া স্রোরা জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-৫৯ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা সম্পর্কে দুটি তথ্য লেখো। (জান)

উত্তর: সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা সম্পর্কে দুটি তথ্য হলো—

১. সাঁওতালদের প্রধান পেশা কৃষি।
২. এছাড়া সাঁওতালরা মাছ ধরা, চা বাগানের কাজ, কুটির শিল্পসহ নানা ধরনের কাজ করেন।

প্রশ্ন-৬০ সাঁওতাল নারী-পুরুষের পোশাক সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো।

(জান)

উত্তর: সাঁওতাল নারী-পুরুষের পোশাক সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. সাঁওতাল নারীরা 'পানচি' ও 'পাড়হাট' নামক দুই বস্ত্রের পোশাক পরেন।
২. সাঁওতাল পুরুষরা আগে ধুতি পরতেন। বর্তমানে তারা লুজি, গেজি ও শার্ট পরেন।

প্রশ্ন-৬১ সাঁওতাল ও স্রো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য লেখো। (দক্ষত)

উত্তর: সাঁওতাল ও স্রো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য হলো—

১. সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষার নাম 'সাঁওতাল' ভাষা। স্রোদের নিজস্ব ভাষার নাম 'স্রো' এবং এর লিখিত রূপ আছে।
২. সাঁওতালদের প্রধান উৎসব সোহরাই। স্রোরা বর্ষবরণের জন্য চাংক্রান উৎসব পালন করে।

চতুর্থ অধ্যায়) আমাদের স্মরণীয় নেতা

প্রশ্ন-৬২ এ কে ফজলুল হকের পুরো নাম ও উপাধি লেখো। (জন্ম)
উত্তর: এ কে ফজলুল হকের পুরো নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। তাঁর উপাধি 'শেরে বাংলা', যার অর্থ বাংলার বাঘ।

প্রশ্ন-৬৩ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে দুইটি তথ্য লেখো। (জন্ম)
উত্তর: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে দুইটি তথ্য হলো—
১. বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাশ করেন।
২. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ (এইচএসসি) এবং বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রশ্ন-৬৪ 'ঋণ সালিশি বোর্ড' কে এবং কেন গঠন করেন? (জন্ম)
উত্তর: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করেন। মহাজনদের ঋণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য তিনি এটি গঠন করেন।

প্রশ্ন-৬৫ কৃষকদের জন্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দুটি অবদান লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: কৃষকদের জন্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দুটি অবদান হলো—
১. তিনি জমিদারি প্রথা বাতিল করে কৃষকের দুগ্ধ দূর করার চেষ্টা করেন।
২. মহাজনদের ঋণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করেন।

প্রশ্ন-৬৬ ১৯৩৫ সালে একজন নেতা 'কৃষক-প্রজা পাটি' গঠন করেন। তার নাম কী? শিক্ষার উন্নতির জন্য তার একটি অবদান লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: তার নাম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি অনেক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-৬৭ কাকে 'মজলুম জননেতা' বলা হয়? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জন্ম)
উত্তর: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে 'মজলুম জননেতা' বলা হয়। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার ধনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৬৮ মওলানা আবদুল হামিদ খানকে কেন 'ভাসানী' উপাধি দেয়া হয়? (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীয় প্রশ্ন-২; প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০২৬, পটলাইশ পান, চট্টগ্রাম)
উত্তর: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামের ঘাগমায়া এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাসানচরে বন্যার কবল থেকে বাঙালি কৃষকদের রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে ভিত্তিতে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। ভাসানচরের জনগণ এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খানকে 'ভাসানী' উপাধি প্রদান করে।

প্রশ্ন-৬৯ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে 'মজলুম জননেতা' বলার দুটি কারণ লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলার দুটি কারণ হলো—
১. সারাজীবন নির্বাসিত মানুষের জন্য কাজ করেছেন।
২. মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করার জন্য বহুবার জেল খেটেছেন।

প্রশ্ন-৭০ নেতা হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দুইটি অবদান লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: নেতা হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দুইটি অবদান হলো—
১. তিনি গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন।
২. দেশ ও দেশের মানুষের ওপর করা যেকোনো যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন;

প্রশ্ন-৭১ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে দুটি তথ্য লেখো। (জন্ম)
উত্তর: মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে দুটি তথ্য হলো—

১. ১৯১৯ সালে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।
২. তিনি একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

প্রশ্ন-৭২ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন থেকে তুমি যা শিখেছ তা দুটি বাক্যে লেখো। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
উত্তর: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন থেকে আমি শিখেছি যে—

১. কারো প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন করা যাবে না;
২. প্রত্যেককে তার অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে;

প্রশ্ন-৭৩ ঢাকায় কবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়? এতে মওলানা ভাসানী কী অবদান রাখেন? (জন্ম)

উত্তর: ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়। আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতা নিহত হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এর কঠোর প্রতিবাদ করেন।

প্রশ্ন-৭৪ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জন্ম)

উত্তর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৮৯২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৭৫ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দুটি রাজনৈতিক অবদান লেখো। (জন্ম)

উত্তর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দুটি রাজনৈতিক অবদান হলো—
১. মেহনতি মানুষের জন্য প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন।
২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন-৭৬ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দুটি রাজনৈতিক পরিচয় লেখো। (জন্ম)

উত্তর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দুটি রাজনৈতিক পরিচয় হলো—
১. কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র ছিলেন।
২. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

প্রশ্ন-৭৭ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন থেকে তুমি কী শিখেছ? (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)

উত্তর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবন থেকে আমি শিখেছি যে—
১. সকলের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে।
২. নিজের সুনাম ও সুখ্যাতি পাওয়ার লোভ করা যাবে না।

প্রশ্ন-৭৮ একজন নেতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন? তিনি কে? তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন? (জন্ম)

উত্তর: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৭৯ নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের দুটি অবদান লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের দুটি অবদান হলো—
১. ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি পেশ করেন;
২. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পঞ্চম অধ্যায়) আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

প্রশ্ন-৮০ মুক্তিবাহিনী কাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়?

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীয় প্রশ্ন-১)
উত্তর: মুক্তিবাহিনী হাজ, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, পুলিশ, ইপিআর ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৮১ পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের করা দুটি প্রতিবাদ আন্দোলনের নাম লেখো। (জন্ম)

উত্তর: পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের করা দুটি প্রতিবাদ আন্দোলন হলো—
১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
২. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

প্রশ্ন-৮২ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের ওপর করা দুটি বৈষম্যমূলক আচরণ লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের ওপর করা দুটি বৈষম্যমূলক আচরণ হলো—

১. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা।
২. ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল করা।

প্রশ্ন-৮৩ 'অপারেশন সার্চলাইট' কীসের নাম? এটি কবে ঘটেছিল? (৫ক্ষত)

উত্তর: 'অপারেশন সার্চলাইট' পাকবাহিনীর চালানো নির্বিচার গণহত্যার নাম। এটি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঘটেছিল।

প্রশ্ন-৮৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে 'কালরাত' কোনটি? এর কারণ কী? (৫ক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশের ইতিহাসে 'কালরাত' হলো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত। কারণ এ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পুলিশ, ইপিআর সদস্যসহ নির্বিচারে সবার ওপর গণহত্যা চালায়।

প্রশ্ন-৮৫ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কে? তিনি কবে এ ঘোষণা দেন? (৫ক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়াউর রহমান। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে তিনি চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে থেকে এ ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন-৮৬ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে একটি সরকার গঠন করা হয়েছিল। সরকারটি কখন গঠিত হয়েছিল? এ সরকার কী নামে পরিচিত? (৫ক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল। এ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৮৭ কত তারিখে এবং কোথায় বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল? (৫ক্ষত)

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন-৮৮ মুজিবনগর সরকার গঠনের দুটি কারণ লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: মুজিবনগর সরকার গঠনের দুটি কারণ হলো—

১. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা;
২. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা।

প্রশ্ন-৮৯ বাংলাদেশের প্রথম সরকারে ছিলেন এমন দুইজন ব্যক্তির নাম লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশের প্রথম সরকারে ছিলেন এমন দুইজন ব্যক্তি হলেন— সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রশ্ন-৯০ মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরো বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? কেন ভাগ করা হয়? (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য এই ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন-৯১ মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুক্তিবাহিনীকে কয়টি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল? সেগুলোর নাম লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুক্তিবাহিনীকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল। ফোর্সগুলো হলো— 'কে' ফোর্স, 'এস' ফোর্স ও 'জেড' ফোর্স।

প্রশ্ন-৯২ মুক্তিবাহিনী কেন গঠিত হয়েছিল? এর প্রধান সেনাপতির নাম লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী।

প্রশ্ন-৯৩ মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দুটি ভূমিকা লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দুটি ভূমিকা হলো—

১. মাইন বসিয়ে রাস্তা ও সেতু নষ্ট করে পাকসেনাদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করেন।
২. গেরিলা আক্রমণ করে হানাদার রাহিনীকে পরাস্ত করেন।

প্রশ্ন-৯৪ নৌ-কমান্ডো কবে 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করেছিল? এ অভিযানে তারা কয়টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়? (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোরা ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করেছিল। এ অভিযানে তাঁরা পাকিস্তান বাহিনীর ২৬টি জাহাজ এবং গানবোট ডুবিয়ে দেন।

প্রশ্ন-৯৫ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের দুটি অবদান লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে নারীদের দুটি অবদান হলো—

১. সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।
২. সেবা-চিকিৎসা, গৃহপুত্র, খাবার, প্রয়োজনীয় অর্থ ও গোপন তথ্য আদান-প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন-৯৬ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের গড়ে তোলা দুটি বাহিনীর নাম লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের গড়ে তোলা দুটি বাহিনী হলো—

১. শান্তি কমিটি ও ২. রাজাকার।

প্রশ্ন-৯৭ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে? দিবসটি কেন পালন করা হয়? (৫ক্ষত)

উত্তর: ১৪ই ডিসেম্বর হলো শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে শহিদ হওয়া বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতিবছর দিবসটি পালন করা হয়।

প্রশ্ন-৯৮ তোমার মতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার দুটি কারণ লেখো। (মূল্যবোধ ও নৈতিকতা)

উত্তর: আমার মতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার দুটি কারণ হলো—

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দেওয়া।
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশটি যাতে মেধাশূন্য হয় তা নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-৯৯ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের দুটি ভূমিকা লেখো। (৫ক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের দুটি ভূমিকা হলো—

১. এদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়।
২. মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য 'মিত্রবাহিনী' গঠন করে।

প্রশ্ন-১০০ মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন দুটি বাহিনী নিয়ে 'যৌথবাহিনী' গঠিত হয়েছিল? এটি কবে গঠন করা হয়? (৫ক্ষত)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী নিয়ে 'যৌথবাহিনী' গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর এই বাহিনী গঠন করা হয়।

প্রশ্ন-১০১ মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পী জর্জ হ্যারিসন একটি কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। তিনি এটি কবে এবং কী কারণে করেছিলেন? (৫ক্ষত)

উত্তর: তিনি ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট কনসার্ট আয়োজন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি এটি করেছিলেন।

প্রশ্ন-১০২ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতে বোমা হামলা চালায়। কত তারিখে এ হামলা চালানো হয়? এর জবাবে যৌথবাহিনী কী করে? (৫ক্ষত)

উত্তর: ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতে বোমা হামলা চালায়। এর জবাবে যৌথবাহিনী একযোগে স্থল, নৌ ও বিমান হামলা চালায়।

প্রশ্ন-১০৩ পাকিস্তানি বাহিনী কত তারিখে এবং কোথায় আত্মসমর্পণ করে? (৫ক্ষত)

উত্তর: পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে।

প্রশ্ন-১০৪ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের একজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তার নাম কী? এ অনুষ্ঠানে কতজন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল? (৫ক্ষত)

উত্তর: তার নাম এয়ার কমান্ডার এ কে খন্দকার। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল।

৬৫৮ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

প্রশ্ন-১০৫ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাবগুলোর নাম লেখো।

(বোর্ড হইরের অনুসন্ধানী প্রশ্ন-২)

উত্তর: মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাবগুলো হলো— বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক।

প্রশ্ন-১০৬ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া দুটি খেতাবের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া দুটি খেতাব হলো—

১. বীর উত্তম; ২. বীর বিক্রম।

প্রশ্ন-১০৭ মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুজন নারী মুক্তিযোদ্ধার নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হলেন—

১. তারামন বিবি।
২. ক্যান্টেন সেতারা বেগম।

প্রশ্ন-১০৮ মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ সাতজনকে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যেকোনো দুইজনের নাম লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব পাওয়া দুইজন হলেন— মহিউদ্দিন জাহাজীর এবং মোস্তফা কামাল।

প্রশ্ন-১০৯ জাতীয় দিবসসমূহ পালনের দুটি গুরুত্ব লেখো।

(মূল্যবোধ ও দক্ষিজিপি)

উত্তর: জাতীয় দিবসসমূহ পালনের দুটি গুরুত্ব হলো—

১. জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকাশ ঘটে।
২. এ দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হই।

প্রশ্ন-১১০ বাংলাদেশের যেকোনো দুটি জাতীয় দিবসের নাম ও তারিখ লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: বাংলাদেশের দুটি জাতীয় দিবসের নাম ও তারিখ হলো—

১. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২১শে ফেব্রুয়ারি।
২. স্বাধীনতা দিবস- ২৬শে মার্চ।

প্রশ্ন-১১১ তোমরা এ বছর শহিদ দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করতে চাও। এজন্য তোমরা করবে এমন দুটি কাজের নাম লেখো।

(মূল্যবোধ ও দক্ষিজিপি)

উত্তর: শহিদ দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের জন্য আমরা—

১. খালি পায়ে হেঁটে প্রভাতফেরিতে যাবো।
২. শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবো।

প্রশ্ন-১১২ তোমাদের বিদ্যালয়ে তোমরা যথাযথ মর্যাদার সাথে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করতে চাও। এজন্য তোমরা কী করবে তা দুটি বাক্যে লেখো। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজিপি)

উত্তর: আমাদের বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আমরা যা করব—

১. বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার আয়োজন করব।
২. শহিদদের আত্মার কল্যাণের জন্য দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।

ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

প্রশ্ন-১১৩ মহাস্থানগড় সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: মহাস্থানগড় সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. মৌর্য আমলে এটি 'পুন্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল।
২. এর উত্তর-দক্ষিণে ১৫০০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৪০০ মিটার বিস্তৃত।

প্রশ্ন-১১৪ মহাস্থানগড় প্রত্ন নিদর্শনের সময়কাল সম্পর্কে লেখো।

(দক্ষতা)

উত্তর: মহাস্থানগড় প্রত্ন নিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের। এটি বাংলার ইতিহাসে ১৮ শত বছরের বেশি সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। কালের বিবর্তনে এই প্রত্ন নিদর্শনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন-১১৫ মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত হয়েছে এমন দুটি প্রত্নস্থলের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত হয়েছে এমন দুটি প্রত্নস্থলের নাম হলো—
১. বৈরাগীর ভিটা; ২. গোবিন্দ ভিটা।

প্রশ্ন-১১৬ মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত যেকোনো দুটি প্রত্ন নিদর্শনের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত দুটি প্রত্ন নিদর্শন হলো—

১. প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি; ২. পোড়ামাটির ফলক ও ভাস্কর্য।

প্রশ্ন-১১৭ মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত দুটি প্রাচীন মুদ্রার নাম লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত দুটি প্রাচীন মুদ্রার নাম হলো—

১. স্বর্ণমুদ্রা; ২. রৌপ্যমুদ্রা।

প্রশ্ন-১১৮ উয়ারী-বটেশ্বরের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বরের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. উয়ারী-বটেশ্বরে গলিপথসহ ১৬০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা পাওয়া গেছে।
২. এখানে নগরায়ণের পাশাপাশি নদীবন্দর এবং বাণিজ্য নগর গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন-১১৯ উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শনটি কোন জেলার কোন দুইটি গ্রামে অবস্থিত? (দক্ষতা)

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বরের নামক প্রাচীন নিদর্শনটি নরসিংদী জেলার উয়ারী ও বটেশ্বর নামক গ্রামে অবস্থিত। এখানে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-১২০ উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গেছে এমন দুটি নিদর্শনের নাম লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গেছে এমন দুটি নিদর্শন হলো—

১. ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা; ২. পাথরের হাতিয়ার।

প্রশ্ন-১২১ মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের দুটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের দুটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য হলো—

মহাস্থানগড়ের বৈশিষ্ট্য	উয়ারী-বটেশ্বরের বৈশিষ্ট্য
১. প্রায় ১৮০০ বছর পূর্বের	প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বের (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের)
২. প্রাপ্ত নিদর্শন স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি	প্রাপ্ত নিদর্শন ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদি

প্রশ্ন-১২২ পাহাড়পুরে প্রাপ্ত দুটি প্রত্ন নিদর্শনের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: পাহাড়পুরে প্রাপ্ত দুটি প্রত্ন নিদর্শনের নাম হলো—

১. পোড়ামাটির ফলকচিত্র; ২. ব্রোঞ্জের তৈরি বৃক্ষের আবক্ষ অংশ।

প্রশ্ন-১২৩ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের পরিচয় দাও। (দক্ষতা)

উত্তর: পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এটি 'সোমপুর বিহার' নামেও পরিচিত। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়।

প্রশ্ন-১২৪ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের যেকোনো দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের এর দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়।
২. বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুককক্ষ আছে।

প্রশ্ন-১২৫ ময়নামতিতে প্রাপ্ত দুটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: ময়নামতিতে প্রাপ্ত দুটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের নাম হলো— ১. শালবন বিহার ও ২. আনন্দ বিহার।

প্রশ্ন-১২৬ ময়নামতি কোন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল? ময়নামতিতে আর কোন কোন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে? (দক্ষতা)

উত্তর: ময়নামতি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও ময়নামতিতে হিন্দু ও জৈন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-১২৭ ময়নামতি প্রত্নস্থলের পরিচয় দাও। (সক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা শহরের কাছে ময়নামতি অবস্থিত। ময়নামতি স্থানটি অষ্টম শতকের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। এ প্রশ্ন নিদর্শনটি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

প্রশ্ন-১২৮ ময়নামতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: ময়নামতির দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ময়নামতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হলো শালবন বিহার।
২. ৫৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫৫০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট শালবন বিহারে ১১৫টি ভিক্ষুককক্ষ রয়েছে।

প্রশ্ন-১২৯ পানামনগর কোথায় অবস্থিত এবং ঔপনিবেশিক আমলে এটি কীসের কেন্দ্রে পরিণত হয়? (সক্ষত)

উত্তর: পানামনগর ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর তীরে সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। ঔপনিবেশিক আমলে সোনারগাঁও সুতিবস্ত্রের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-১৩০ পানামনগরের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: পানামনগরের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. পানামনগরে রয়েছে ৫২টি বাড়ি।
২. পানামনগরের চারদিক কৃত্রিম খাল বা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত।

প্রশ্ন-১৩১ কীভাবে পানামনগর বস্ত্র ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হয়? (সক্ষত)

উত্তর: ঔপনিবেশিক আমলে সোনারগাঁও সুতিবস্ত্রের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর সুবাদে সেখানে পানামনগর শহর গড়ে ওঠে। উনিশ শতকে হিন্দু বণিকেরা পানামনগরকে একইসাথে আবাসস্থল ও সুতা বাগিচার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়ার ফলে শহরটি একটি বস্ত্র ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-১৩২ লালবাগ কেল্লার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: লালবাগ কেল্লার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশপথ রয়েছে।
১. একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে।

প্রশ্ন-১৩৩ লালবাগ কেল্লার নির্মাণকাজ সম্পর্কে লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে শায়েস্তা খান এ দুর্গের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৬৭৮ সালে এটি নির্মিত হয়।

প্রশ্ন-১৩৪ লালবাগ কেল্লায় প্রাপ্ত দুটি নিদর্শনের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: লালবাগ কেল্লায় প্রাপ্ত দুটি নিদর্শন হলো— ১. হাম্মামখানা ও ২. পরীবিবির সমাধি।

প্রশ্ন-১৩৫ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে দর্শনাথীদের জন্য লেখা থাকে এমন দুটি নির্দেশনা উল্লেখ করো। (জ্ঞান)

উত্তর: প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে দর্শনাথীদের জন্য লেখা থাকে এমন দুটি নির্দেশনা হলো—

১. এটি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। এর গায়ে কোনো দাগ দেওয়া বা লেখা যাবে না।
২. ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবেন।

প্রশ্ন-১৩৬ জাদুঘর পরিদর্শনের সময় মেনে চলা উচিত এমন দুটি নিয়ম লেখো। (মুদ্রাবোধ ও নৃসিদ্ধি)

উত্তর: জাদুঘর পরিদর্শনের সময় মেনে চলা উচিত এমন দুটি নিয়ম হলো—

১. কোনো নিদর্শনে হাত দেওয়া যাবে না।
২. কোনো নিদর্শনের ছবি তোলা যাবে না।

প্রশ্ন-১৩৭ দুটি বাক্যে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের পরিচয় দাও। (সক্ষত)

উত্তর: দুটি বাক্যে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের পরিচয় হলো—

১. জাতীয় জাদুঘর ঢাকা শহরের শাহবাগে অবস্থিত।
২. এটিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রশ্ন-১৩৮ বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? এ জাদুঘরের একটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: বরেন্দ্র জাদুঘর রাজশাহী শহরে অবস্থিত। এ জাদুঘরের একটি বৈশিষ্ট্য হলো—এটি বাংলাদেশের প্রথম ও প্রাচীনতম জাদুঘর।

প্রশ্ন-১৩৯ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের দুটি গুরুত্ব লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের দুটি গুরুত্ব হলো—

১. এগুলো মানুষের জীবনধারণের বাহক।
২. এগুলো সংস্কৃতির নিদর্শন।

প্রশ্ন-১৪০ স্থাপত্যশৈলীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের দুটি গুরুত্ব লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: স্থাপত্যশৈলীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের দুটি গুরুত্ব হলো—

১. এটি অতীত সভ্যতার নিদর্শন।
২. এটি নির্মাণশৈলীর পরিচায়ক।

প্রশ্ন-১৪১ আত্মপরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের দুটি গুরুত্ব লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: আত্মপরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের দুটি গুরুত্ব হলো—

১. একটি একটি জাতির পরিচয় সংরক্ষণ করে।
২. এটি ইতিহাসের বাহক হিসেবে কাজ করে।

সপ্তম অধ্যায়) দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

প্রশ্ন-১৪২ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত দেশগুলোর নাম লেখো। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

উত্তর: বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত দেশগুলো হলো— ভারত ও মিয়ানমার।

প্রশ্ন-১৪৩ বাংলাদেশিদের বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানে কী ধরনের পোশাক পরার রীতি রয়েছে? নারীদের প্রধান পোশাকের নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশিদের পাঞ্জাবি-পায়জামা, স্যুট-ব্রেকার পরার রীতি রয়েছে। নারীদের প্রধান পোশাক সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি।

প্রশ্ন-১৪৪ হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর নাম লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো হলো—

১. দুর্গাপূজা, ২. কালীপূজা এবং ৩. সরস্বতীপূজা।

প্রশ্ন-১৪৫ বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই উদ্‌যাপিত হয় এমন কয়টি ধর্মীয় উৎসবের নাম লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই উদ্‌যাপিত হয় এমন কয়টি ধর্মীয় উৎসব হলো— ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা, বড়োদিন ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৪৬ পাকিস্তানের বসন্ত উৎসবের নামসহ এমন দুটি উৎসবের নাম লেখো যেগুলো বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হয় না। (সক্ষত)

উত্তর: পাকিস্তানের বসন্ত উৎসবের নাম নওরোজ। বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হয় না পাকিস্তানের এমন দুটি উৎসব হলো— ১. মেলা চিরাগান ও ২. দাতা।

প্রশ্ন-১৪৭ কোন দেশের বেশিরভাগ মানুষ দিভেহি ভাষায় কথা বলে? তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম লেখো। (সক্ষত)

উত্তর: মালদ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ দিভেহি ভাষায় কথা বলে। তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম হলো গম্বুথিয়া এবং ফিতুনা।

প্রশ্ন-১৪৮ 'চেড়ো' কোন দেশের সাধারণ মানুষের পরিচিত খাবার? এটি সম্পর্কে লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: 'চেড়ো' নেপালের সাধারণ মানুষের পরিচিত খাবার। এটি ভুট্টা, গমের আটা, লবণ ও গরম পানি একসঙ্গে সিদ্ধ করে তৈরি করা হয়।

৬৬০ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

প্রশ্ন-১৪৯ আফগানিস্তানের মানুষ কী কী পোশাক পরিধান করে?

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)

উত্তর: আফগানিস্তানের পুরুষরা ঐতিহ্যবাহী টিলেঢালা ফিটিং কুর্তা ও পায়জামা পরে। নারীরা বোরকা ও মাথায় হিজাব পরে। এছাড়া দেশটির মানুষ ঐতিহ্যবাহী পশতুন পোশাক পরিধান করে।

প্রশ্ন-১৫০ কাবুলি পোলাও কাদের জনপ্রিয় খাবার? তারা কোন ধরনের খাবার কম খায়? (সমস্যা)

উত্তর: আফগানদের জনপ্রিয় খাবার কাবুলি পোলাও। তারা মশলাদার খাবার কম খায়।

প্রশ্ন-১৫১ 'কিরিবাহ' কোন দেশের খাবার? খাবারটি কী দিয়ে তৈরি হয়? (জান)

উত্তর: 'কিরিবাহ' শ্রীলঙ্কার সাধারণ খাবার। ভাত ও চিংড়ি দিয়ে 'কিরিবাহ' তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন-১৫২ শ্রীলঙ্কার দুটি উৎসব সম্পর্কে লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: শ্রীলঙ্কার দুটি উৎসবের নাম হলো— ১. 'কাভি এসালা পেরাহারা'। এটি শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড়ো উৎসব। ২. 'ভেসাক পোয়া' বা বৃক্ষপূর্ণিমা। এটি তাদের বড়ো ধর্মীয় উৎসব।

প্রশ্ন-১৫৩ ভুটানের মানুষের খাদ্যাভ্যাস কেমন? দুটি বাক্যে তুলে ধরো। (সমস্যা)

উত্তর: ভুটানের মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—

১. ভুটানের প্রধান খাবার লাল চাল, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি।
২. মাখন ও পনির ভুটানে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

প্রশ্ন-১৫৪ ভুটানে কী কী উৎসব পালিত হয়? (জান)

উত্তর: ভুটানে পালিত হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'সেচু'। এই অনুষ্ঠানের প্রধান কার্যক্রম হলো এক ধরনের বিশেষ ধর্মীয় নৃত্য। আর বসন্তে পালিত হয় 'পারো' উৎসব।

প্রশ্ন-১৫৫ কিরা কাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক? তারা এর সাথে আর কী কী ব্যবহার করে? (জান)

উত্তর: 'কিরা' ভুটানের মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। তারা এর সাথে 'কেরা' ও 'রাচু' ব্যবহার করে।

প্রশ্ন-১৫৬ তুমি প্রতিবেশী একটি দেশে বেড়াতে গেলে। তাদের সংস্কৃতির প্রতি তুমি কীভাবে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করবে? দুটি বাক্যে লেখো। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর: প্রতিবেশী দেশের সংস্কৃতির প্রতি আমি যেভাবে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব—

১. তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি সহনশীল থাকব।
২. তাদের আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

অষ্টম অধ্যায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

প্রশ্ন-১৫৭ সার্ক কী? এটা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে? (জান)

উত্তর: সার্ক হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৫৮ সার্ক কত সালে গঠিত হয়? এর উদ্দেশ্য লেখো। (জান)

উত্তর: সার্ক ১৯৮৫ সালে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

প্রশ্ন-১৫৯ সার্কের দেশসমূহের সহযোগিতার দুইটি ক্ষেত্র লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: সার্কের দেশসমূহের সহযোগিতার দুইটি ক্ষেত্র হলো—

১. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানো।
২. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

প্রশ্ন-১৬০ সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? এর দুটি সদস্য রাষ্ট্রের নাম লেখো। (জান)

উত্তর: সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। এর দুটি সদস্য রাষ্ট্রের নাম হলো— বাংলাদেশ ও নেপাল।

প্রশ্ন-১৬১ মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় ওআইসির দুটি কাজ লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় ওআইসির দুটি কাজ হলো—

১. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতার হাত বাড়ানো।
২. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করা।

প্রশ্ন-১৬২ ওআইসির পূর্ণরূপ কী? কত সালে এই সংস্থার জন্ম হয়? (জান)

উত্তর: ওআইসির পূর্ণরূপ হলো 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা'। ১৯৬৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এই সংস্থার জন্ম।

প্রশ্ন-১৬৩ বাংলাদেশ কখন ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে? বাংলাদেশ ওআইসির কততম সদস্য? (জান)

উত্তর: বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ ওআইসির ৩২তম সদস্য।

প্রশ্ন-১৬৪ ওআইসি মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন দুটি ক্ষেত্রের নাম লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: ওআইসি মুসলিম দেশগুলোর যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এমন দুটি ক্ষেত্রের নাম হলো—

১. সামাজিক ক্ষেত্র; ২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।

প্রশ্ন-১৬৫ জাতিসংঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর একটি উদ্দেশ্য লেখো। (জান)

উত্তর: ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘের একটি উদ্দেশ্য হলো— বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন-১৬৬ জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? বাংলাদেশ কত সালে এর সদস্যপদ লাভ করে? (জান)

উত্তর: জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

প্রশ্ন-১৬৭ যেসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে সহযোগিতা প্রদান করে তার দুটি উল্লেখ করো। (সমস্যা)

উত্তর: জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে তার মধ্যে দুটি হলো—

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।
২. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র।

প্রশ্ন-১৬৮ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা একটি সংস্থায় হসিবি কাজ করে। সংস্থাটির নাম কী? এর একটি কাজ উল্লেখ করো। (সমস্যা)

উত্তর: বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা সংস্থাটির নাম জাতিসংঘ। এর একটি কাজ হলো— সদস্য দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব সেবামূলক কাজে সহযোগিতা প্রদান করা।

প্রশ্ন-১৬৯ বিশ্বের দেশগুলো পরস্পর নির্ভরশীল এমন দুটি ক্ষেত্রের নাম লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: বিশ্বের দেশগুলো পরস্পর নির্ভরশীল এমন দুটি ক্ষেত্রের নাম হলো— যোগাযোগ ও প্রযুক্তি।

প্রশ্ন-১৭০ দুটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার নাম লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: দুটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা হলো— ১. ওআইসি ও ২. জাতিসংঘ।

নবম অধ্যায় রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য

প্রশ্ন-১৭১ বাংলাদেশের মানচিত্র অনুযায়ী, আমাদের রাষ্ট্রের সীমানায় দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে। উক্ত রাষ্ট্র দুটির নাম লেখো। (সমস্যা)

উত্তর: বাংলাদেশের মানচিত্র অনুযায়ী, আমাদের রাষ্ট্রের সীমানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র দুটির নাম হলো— ১. ভারত; ২. মায়ানমার।

প্রশ্ন-১৭২ রাষ্ট্রের দুটি উপাদানের নাম লেখো। (জান)

উত্তর: রাষ্ট্রের দুটি উপাদান হলো—

১. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড; ২. সার্বভৌমত্ব।

প্রশ্ন-১৭৩ নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝ?

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্ন-১)

উত্তর: নাগরিক অধিকার বলতে রাষ্ট্র নাগরিকদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে সেগুলোকে বোঝায়।

প্রশ্ন-১৭৪ রাষ্ট্রে নাগরিকের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। উক্ত অধিকারগুলোর মধ্যে দুটি অধিকারের কথা লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: রাষ্ট্রে নাগরিকের যেসব অধিকার রয়েছে, তার মধ্যে দুটি অধিকার হলো—

১. শিক্ষা গ্রহণের অধিকার;
২. ভোট প্রদানের অধিকার।

প্রশ্ন-১৭৫ রাষ্ট্রের প্রতি তোমার দুটি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করো। (দক্ষতা)

উত্তর: রাষ্ট্রের প্রতি আমার দুটি কর্তব্য হলো—

১. নিয়মিত কর প্রদান করা;
২. রাষ্ট্রের কোনো সম্পদ নষ্ট না করা।

প্রশ্ন-১৭৬ মাদকাসক্তির দুটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: মাদকাসক্তির দুটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো—

১. মাদকাসক্তির কারণে ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারায়ে;
২. মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিন্তাশক্তি লোপ পায়।

প্রশ্ন-১৭৭ শিশুর উপর মোবাইল আসক্তির দুটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: শিশুর উপর মোবাইল আসক্তির দুটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো—

১. সে পড়ালেখায় অমনোযোগী হবে;
২. তার খাবারে অনীহা দেখা দেবে।

প্রশ্ন-১৭৮ বুলিং বলতে কী বোঝ? (জ্ঞান)

উত্তর: ব্যঙ্গ করে ডাকা, দৈহিক গঠন নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি আচরণই বুলিং।

প্রশ্ন-১৭৯ বুলিং কীভাবে শিশুর জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে? (দক্ষতা)

উত্তর: বুলিংয়ের শিকার শিশু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে স্বাভাবিকভাবে অন্যের সাথে মিশতে পারে না, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

প্রশ্ন-১৮০ আমাদের সমাজে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে দুটি উল্লেখ করো। (দক্ষতা)

উত্তর: আমাদের সমাজে বিদ্যমান দুটি সামাজিক সমস্যা হলো—

১. শিশুশ্রম; ২. কিশোর অপরাধ।

প্রশ্ন-১৮১ একজন শিশুর জীবনে শিশুশ্রমের দুটি প্রভাব লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: একজন শিশুর জীবনে শিশুশ্রমের দুটি প্রভাব হলো—

১. শিশু তার ন্যায্য অধিকার যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়;
২. শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

প্রশ্ন-১৮২ শিউলী বাল্যবিবাহের শিকার। এর দুটি প্রভাব লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: বাল্যবিবাহের দুটি প্রভাব হলো—

১. পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়;
২. শিশু মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

প্রশ্ন-১৮৩ বিদ্যালয় কী? বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমের সুফল লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমের সুফল হলো— শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

প্রশ্ন-১৮৪ সম্প্রতি রায়হান বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কাউন্সিলের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এ সংগঠনের মাধ্যমে সে কোন দুটি দক্ষতা অর্জন করবে বলে তুমি মনে কর? (সুদৃঢ় ও দক্ষিণ)

উত্তর: বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে রায়হান যে দুটি দক্ষতা অর্জন করবে তা হলো—

১. পরমতসহিষ্ণু হতে শিখবে;
২. নেতৃত্ব প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করবে।

প্রশ্ন-১৮৫ তুমি বিদ্যালয়ে ভোগ কর এমন দুটি মানবাধিকারের নাম লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: আমি বিদ্যালয়ে ভোগ করি এমন দুটি মানবাধিকার হলো—

১. আমি বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি;
২. আমি বিদ্যালয়ে খেলাধুলা করতে পারি।

প্রশ্ন-১৮৬ মানবাধিকার রক্ষার দুটি উপায় লেখো। (দক্ষতা)

উত্তর: মানবাধিকার রক্ষার দুটি উপায় হলো—

১. মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা মেনে চলতে হবে;
২. মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দশম অধ্যায় নৈতিক ও সামাজিক আচরণ

প্রশ্ন-১৮৭ পরমতসহিষ্ণুতা কী? এটি কেমন গুণ? (জ্ঞান)

উত্তর: অন্যের মতকে সম্মান করাই পরমতসহিষ্ণুতা। এটি একটি মানবীয় গুণ।

প্রশ্ন-১৮৮ আমাদের সকলের পরমতসহিষ্ণু হওয়া উচিত কেন? দুইটি বাক্যে লেখো। (সুদৃঢ় ও দক্ষিণ)

উত্তর: প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত আছে এবং সে মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। সেজন্য আমাদের সকলের মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা এবং পরমতসহিষ্ণু হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-১৮৯ পরমতসহিষ্ণুতার ফলে আমরা কোন দুটি বিষয় শিখি? (দক্ষতা)

উত্তর: পরমতসহিষ্ণুতার ফলে আমরা যে দুটি বিষয় শিখি তা হলো—

১. মানুষকে সম্মান করতে শিখি;
২. সমাজে সবার সাথে মিলেমিশে বাস করতে শিখি।

প্রশ্ন-১৯০ পরমতসহিষ্ণুতা মেনে চললে আমরা কোন দুটি কাজ করতে পারব? (দক্ষতা)

উত্তর: পরমতসহিষ্ণুতা মেনে চললে আমরা যে দুটি কাজ করতে পারব তা হলো—

১. ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের সুযোগ পাব;
২. অন্যের মতামত মনোযোগ সহকারে শুনবো।

প্রশ্ন-১৯১ কীভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রভাব বিস্তার করে? (দক্ষতা)

উত্তর: গণতান্ত্রিক মনোভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা হলো— অন্যের মতামতকে সম্মান করা ও সকলের মতামত গুরুত্ব সহকারে শুনতে শেখায়। একইসাথে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখায়।

প্রশ্ন-১৯২ শিক্ষক জনাব ফয়সাল শ্রেণিনেতাকে শ্রেণিকক্ষ সাজানোর বিষয়ে নির্দেশ দেন। শ্রেণিনেতা কাজটি কীভাবে করবে? (দক্ষতা)

উত্তর: শ্রেণিনেতা যেভাবে কাজটি করবে তা হলো—

১. শ্রেণির সবার সাথে আলোচনা করে সবার মতামত শুনবে;
২. অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ সাজাবে।

প্রশ্ন-১৯৩ বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার দুটি ক্ষেত্র লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার দুটি ক্ষেত্র হলো—

১. শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে;
২. বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন-১৯৪ কীভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ গণতন্ত্র চর্চা করবে? (দক্ষতা)

উত্তর: সহকর্মীদের সাথে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে শিক্ষকগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একইভাবে অধিকাংশের মতামতের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন-১৯৫ যেসব জায়গায় গণতান্ত্রিক আচরণ করলে দেশের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে সেসকল দুটি ক্ষেত্র লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: যেসব জায়গায় গণতান্ত্রিক আচরণ করলে দেশের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে সেসকল দুটি ক্ষেত্র হলো—

১. বাড়ি; ২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

৬৬২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

প্রশ্ন-১৯৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তুমি গণতান্ত্রিক আচরণ করবে এরকম দুটি কাজের ক্ষেত্র লেখো। (১০)

উত্তর: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমি গণতান্ত্রিক আচরণ করব এরকম দুটি কাজ হলো—

১. শ্রেণিকক্ষ সাজানো; ২. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন।

প্রশ্ন-১৯৭ তুমি পরিবারে কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে দুটি বাক্যে লেখো। (১০)

উত্তর: আমি পরিবারে যেভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করব তা হলো— ১. খাবার পছন্দের বিষয়ে পরিবারের সকলের মতামত নিব; ২. উৎসব অনুষ্ঠানে করণীয় বিষয়ে পরিবারের সকলের সাথে কথা বলব।

প্রশ্ন-১৯৮ পরিবার ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমাদের করণীয় দুটি বাক্যে লেখো। (১০)

উত্তর: পরিবার ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমাদের করণীয় হলো—

১. আমরা অন্যের মতামতকে সম্মান করব;
২. সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের বিশ্বাসকে সম্মান করব।

একাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র

প্রশ্ন-১৯৯ বাংলাদেশে কত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে তার নাম লেখো। (১০)

উত্তর: বাংলাদেশে সাধারণত চার ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। এগুলো হলো— ১. সড়ক, ২. নৌ, ৩. রেল ও ৪. বিমান।

প্রশ্ন-২০০ সড়কপথে চলাচল করে এমন দুটি যানবাহনের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: সড়কপথে চলাচল করে এমন দুটি যানবাহন হলো— বাস ও ট্রাক।

প্রশ্ন-২০১ যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে দুটি নৌপথের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে দুটি নৌপথের নাম হলো— ১. অভ্যন্তরীণ নদীপথ। ২. উপকূলীয় সমুদ্রপথ।

প্রশ্ন-২০২ আমাদের দেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: আমাদের দেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর হলো—

১. নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর ও ২. চাঁদপুর নদীবন্দর।

প্রশ্ন-২০৩ আমাদের দেশের দুটি সমুদ্রবন্দরের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: আমাদের দেশের দুটি সমুদ্রবন্দর হলো— ১. চট্টগ্রাম ও ২. মংলা।

প্রশ্ন-২০৪ বাংলাদেশে কয় ধরনের রেলপথ আছে? সেগুলো কী কী? (১০)

উত্তর: বাংলাদেশে তিন ধরনের রেলপথ আছে। সেগুলো হলো— মিটারগেজ, ব্রডগেজ ও ডুয়েলগেজ।

প্রশ্ন-২০৫ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যেকোনো দুটি বিমানবন্দরের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ দুটি বিমানবন্দর হলো— ১. যশোর বিমানবন্দর ও ২. রাজশাহী বিমানবন্দর।

প্রশ্ন-২০৬ বাংলাদেশের প্রধান দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: বাংলাদেশের প্রধান দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হলো—

১. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
২. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন-২০৭ আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটির নাম লেখো। (১০)

উত্তর: আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের নিদর্শনের মধ্যে দুটি নাম হলো— ১. মেট্রোরেল ও ২. কর্ণফুলী নদীর তলাদেশে টানেল।

প্রশ্ন-২০৮ কক্সবাজার যাওয়ার জন্য যেকোনো দুটি যোগাযোগ পথের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: কক্সবাজার যাওয়ার জন্য দুটি যোগাযোগ পথের নাম হলো— ১. সড়ক পথ; ২. রেলপথ।

প্রশ্ন-২০৯ GPS-এর পূর্ণরূপ কী? এর কাজ কী? (১০)

উত্তর: GPS-এর পূর্ণরূপ হলো— Global Positioning System। এর দ্বারা নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্ন-২১০ জিপিএস-এর দুটি ব্যবহার উল্লেখ করো। (১০)

উত্তর: জিপিএস-এর দুটি ব্যবহার হলো—

১. জিপিএস সিস্টেমে রাস্তাঘাট ছাড়াও পেট্রোল পাম্প, পুলিশ স্টেশন, হোটেল, পর্যটন স্থান ইত্যাদির অবস্থান চিহ্নিত থাকে বলে নিখুঁতভাবে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।
২. জিপিএস-এর মাধ্যমে গাড়ি, জাহাজ, বিমানের অবস্থানও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্ন-২১১ কীভাবে তুমি জিপিএস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যেতে পারবে? দুটি বাক্যে লেখো। (১০)

উত্তর: আমি মোবাইল বা ল্যাপটপে জিপিএস Apps-এ নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করে google map-এর অপশনে গেলে ঐ স্থানে যাওয়ার রাস্তা তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করবে। মোবাইল বা ল্যাপটপে Apps ব্যবহার করে তীর চিহ্ন বরাবর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে প্রত্যাশিত স্থানে পৌঁছে যাব।

প্রশ্ন-২১২ ঢাকা থেকে সিলেটে যাওয়ার কয়টি পথ রয়েছে? দুটি পথের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: ঢাকা থেকে সিলেটে যাওয়ার তিনটি পথ রয়েছে। দুটি পথের নাম হলো— ১. সড়ক ও ২. রেল।

প্রশ্ন-২১৩ আমাদের দেশে রেলপথে চলাচল করে এমন দুই ধরনের ট্রেনের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: আমাদের দেশের রেলপথে চলাচল করে এমন দুই ধরনের ট্রেন হলো— ১. যাত্রীবাহী ও ২. মালবাহী।

দ্বাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান

প্রশ্ন-২১৪ ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন ও পাতাঝরা বনের মধ্যে পার্থক্য কী? (১০)

উত্তর: ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনে সারা বছর গাছে পাতা থাকে। অন্যদিকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়।

প্রশ্ন-২১৫ ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন কোথায় অবস্থিত? এ বনে জন্মে এমন দুটি বৃক্ষের নাম লেখো। (১০)

উত্তর: বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাজামাটি, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন অবস্থিত। এ বনে জন্মে এমন দুটি বৃক্ষ হলো— ১. গর্জন; ২. চাপাশি।

প্রশ্ন-২১৬ ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (১০)

উত্তর: ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাজামাটি, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় এ বনভূমি অবস্থিত।
২. এ ধরনের বনে সারা বছর গাছে পাতা থাকে।

প্রশ্ন-২১৭ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (১০)

উত্তর: ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ময়মনসিংহ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও শেরপুর অঞ্চলে এ বন বিস্তৃত।
২. শীতকালে এসব বনের পাতা ঝরে যায়।

প্রশ্ন-২১৮ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের বিস্তৃতি কোথায়? এ বনের অপর নাম কী? (১০)

উত্তর: ময়মনসিংহ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও শেরপুরে এ বন বিস্তৃত। এ বনের অপর নাম শালবন।

প্রশ্ন-২১৯ ম্যানগ্রোভ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (১০)

উত্তর: ম্যানগ্রোভ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. নির্দিষ্ট সময় পরপর এ ধরনের বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়।
২. ম্যানগ্রোভ বনের উদ্ভিদদের মাঝে অভিযোজন হিসেবে শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অভ্যুরোদগম দেখা যায়।

প্রশ্ন-২২০ সুন্দরবনে জন্মে এমন দুটি বৃক্ষের নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: সুন্দরবনে জন্মে এমন দুটি বৃক্ষ হলো—
১. সুন্দরী; ২. গোলপাতা।

প্রশ্ন-২২১ সুন্দরবন কোথায় অবস্থিত? এ বনে বাস করে এমন দুটি প্রাণীর নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: সুন্দরবন খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। এ বনে বাস করে এমন দুটি প্রাণী হলো— ১. রয়েল বেঙ্গল টাইগার; ২. হরিণ।

প্রশ্ন-২২২ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরী বৃক্ষ বেশি হওয়ায় এ বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। এ বনে সুন্দরী ও গোলপাতা ছাড়াও বিভিন্ন বৃক্ষ জন্মে। সুন্দরবনে হরিণ, বানর, শজারু, সাপ, বনমোরগ, মৌমাছি এবং বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে।

প্রশ্ন-২২৩ সুন্দরবনের গাছপালা মানুষের কী উপকারে আসে? দুটি বাক্যে লেখো। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
উত্তর: সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের গাছপালা মানুষের নানা উপকারে আসে। এ বিষয়ে দুটি বাক্য হলো—

১. বনের গাছপালা বাড়িঘর ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার হয়।
২. গাছপালা থেকে জ্বালানি ও ঔষধি উপকরণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-২২৪ সুন্দরবন ও জলাবনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: সুন্দরবন ও জলাবনের মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো—

সুন্দরবন	জলাবন
১. সুন্দরবন নির্দিষ্ট সময় পরপর জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়।	১. বর্ষাকালে এই বন জলে কানায় কানায় ভরে ওঠে।
২. সুন্দরবনে সুন্দরী ও গোলপাতা ছাড়াও পশুর, পেঁয়াজ, কেওড়া, বাইন, ধুন্দুল আমুর ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে।	২. জলাবনে জলসহিষ্ণু হিজল, করচ, পানিজাম, কর্দম, কাজল, অশোক, বরুণ, ডুমুর প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে।

প্রশ্ন-২২৫ রাতারগুণে জন্মে এমন দুটি বৃক্ষের নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: রাতারগুণে জন্মে এমন দুটি বৃক্ষ হলো— ১. হিজল ও ২. করচ।

প্রশ্ন-২২৬ দুটি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: দুটি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান হলো—

১. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও
২. সিলেটের জাকফলং।

প্রশ্ন-২২৭ প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের দুটি গুরুত্ব লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের দুটি গুরুত্ব হলো—

১. প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের নয়নাভিরাম দৃশ্য মানুষকে আনন্দিত করে।
২. প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি কার্যকর খাত।

প্রশ্ন-২২৮ সমুদ্র তীরবর্তী জেলায় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার দুটি কারণ লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: সমুদ্র তীরবর্তী জেলায় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার দুটি কারণ হলো—

১. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা;
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা।

প্রশ্ন-২২৯ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনভূমির দুটি গুরুত্ব লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনভূমির দুটি গুরুত্ব হলো—

১. বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।
২. ঘন ও গভীর বনে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ নিরাপদে, নির্ভয়ে বিচরণ এবং বসবাস করে।

প্রশ্ন-২৩০ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দুটি করণীয় লেখো।

(মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দুটি করণীয় হলো—

১. বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে।
২. বন দখল করে শিল্প ও কৃষিকাজে ভূমির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩১ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (দক্ষতা)
উত্তর: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় পর্যটন শহর কক্সবাজার। কক্সবাজারে রয়েছে ১২০ কিমি দীর্ঘ প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত। কক্সবাজারের কলাতলী, ইনানী, হিমছড়ি ছাড়াও মহেশখালী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ জনপ্রিয় পর্যটন স্থান।

প্রশ্ন-২৩২ কক্সবাজার পর্যটন কেন্দ্রের যেকোনো দুটি সৈকতের নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: কক্সবাজার পর্যটন কেন্দ্রের দুটি সৈকতের নাম হলো— ১. কলাতলী; ২. হিমছড়ি।

প্রশ্ন-২৩৩ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। এ সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ কিলোমিটার। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-২৩৪ সিলেটের দুটি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: সিলেটের দুটি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান হলো— ১. মাধবকুন্ড জলপ্রপাত; ২. রাতারগুল জলাবন।

প্রশ্ন-২৩৫ বান্দরবান জেলার দুটি দর্শনীয় স্থানের নাম লেখো। (জ্ঞান)
উত্তর: বান্দরবান জেলার দুটি দর্শনীয় স্থান হলো— ১. নীলগিরি; ২. চিঞ্চুক পাহাড়।

প্রশ্ন-২৩৬ পর্যটকের নিকট আকর্ষণীয় সুন্দরবনের যেকোনো দুটি পর্যটন স্থানের নাম লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: পর্যটকের নিকট আকর্ষণীয় সুন্দরবনের দুটি পর্যটন স্থানের নাম হলো— ১. করমজল; ২. দুবলার চর।

প্রশ্ন-২৩৭ বাংলাদেশে পর্যটন খাতের দুটি গুরুত্ব লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: বাংলাদেশে পর্যটন খাতের দুটি গুরুত্ব হলো—
১. রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এটি একটি কার্যকর খাত।
২. পর্যটন খাতে দেশে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়।

প্রশ্ন-২৩৮ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য দুটি করণীয় লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দুটি করণীয় হলো—
১. সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে বন ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলোর সংরক্ষণ করতে হবে।
২. দেশি-বিদেশি পর্যটকের আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৯ খনিজ সম্পদ বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি? (দক্ষতা)
উত্তর: ভূমির নিচে প্রাকৃতিকভাবে জমে থাকা এবং খনন করে পাওয়া সম্পদকে খনিজ সম্পদ বলা হয়। বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ হলো— প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রশ্ন-২৪০ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত? (যেষ্ঠ বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
উত্তর: বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ভোলা, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় প্রধান প্রধান গ্যাসক্ষেত্রগুলো অবস্থিত।

প্রশ্ন-২৪১ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের দুটি ব্যবহার লেখো। (দক্ষতা)
উত্তর: প্রাকৃতিক গ্যাসের দুটি ব্যবহার হলো—

১. বিদ্যুৎকেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. সার শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-২৪২ বনজ সম্পদ কাকে বলে? (দক্ষতা)
উত্তর: বন থেকে পাওয়া কাঠ, ফল, লতাপাতা, মধু, মোমসহ সব ধরনের উপকারী জিনিসকে বনজ সম্পদ বলে।

৬৬৪ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

প্রশ্ন-২৪৩ বনজ সম্পদের দুটি উপকারিতা লেখো। (১০মত)

উত্তর: বনজ সম্পদের দুটি উপকারিতা হলো—

১. বন থেকে পাওয়া কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, নৌযান তৈরি করা যায় এবং জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার হয়।
২. বনজ সম্পদ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, বন্যপ্রাণীর আবাস তৈরি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-২৪৪ বনজ সম্পদের মধ্যে বন্যপ্রাণী কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)

উত্তর: প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, খাদ্য শৃঙ্খল বজায় এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বে অবদান রাখায় বনজ সম্পদের মধ্যে বন্যপ্রাণী গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-২৪৫ পানির প্রধান উৎস কী? এর ব্যবহার লেখো। (১০মত)

উত্তর: পানির প্রধান উৎস হলো বৃষ্টি। গৃহস্থালি, কৃষি, শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে পানি ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-২৪৬ নদীর পানি কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)

উত্তর: গৃহস্থালি কাজে, শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে নদীর পানি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মাছের বসবাস ছাড়াও কৃষিকাজে নদীর পানি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি মালামাল পরিবহণেও নদীর পানি বা নদীপথ ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-২৪৭ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কী পাওয়া যায়? দুটি সমুদ্র সম্পদের নাম লেখো। (১০মত)

উত্তর: বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রচুর উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজ সম্পদ পাওয়া যায়। দুটি সমুদ্র সম্পদ হলো— ১. মাছ; ও ২. লবণ।

প্রশ্ন-২৪৮ কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? (১০মত)

উত্তর: অপরিবর্তিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং মানুষের অসচেতনতার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন-২৪৯ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দুটি উপায় লেখো। (১০মত)

উত্তর: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দুটি উপায়—

১. পরিকল্পিতভাবে সম্পদ আহরণ করতে হবে এবং অপচয় বন্ধ করতে হবে।
২. বনায়ন বৃদ্ধি, নদী ও সমুদ্র দূষণ বন্ধ করা ও জনসচেতনতা বাড়াতে হবে যাতে সবাই সম্পদ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন-২৫০ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দুটি ক্ষেত্র লেখো। (১০মত)

উত্তর: প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দুটি ক্ষেত্র হলো—

১. বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন— গ্যাস, কয়লা।
২. যন্ত্রপাতি তৈরি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অবকাঠামো, পরিবহণ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসম্পদ

প্রশ্ন-২৫১ জনসম্পদ কী? কীভাবে মানুষ জনসম্পদে পরিণত হয়? (১০মত)

উত্তর: দক্ষ মানুষজনই একটি দেশের জনসম্পদ। মানুষ বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জন করে জনসম্পদে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-২৫২ তোমার জানামতে সমাজে জনসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় এমন দুটি পেশার উদাহরণ দাও। (১০মত)

উত্তর: সমাজে জনসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় এমন দুটি পেশার উদাহরণ হলো— ১. পোশাক ডিজাইনার; ২. কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

প্রশ্ন-২৫৩ দক্ষ জনশক্তি দেশের জন্য সম্পদ কেন? (১০মত)

উত্তর: দক্ষ জনশক্তি দেশের জন্য সম্পদ কারণ— তারা পরিবারের আর্থিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। একইভাবে তারা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-২৫৪ জনসম্পদের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক কী? (১০মত)

উত্তর: যে দেশ জনসম্পদে যত উন্নত, সে দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকেও তত উন্নত।

প্রশ্ন-২৫৫ কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা হয়? দুটি উদাহরণ দাও। (১০মত)

উত্তর: জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করার দুটি উদাহরণ হলো—

১. প্রকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া; ২. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডাক্তার হওয়া।

প্রশ্ন-২৫৬ দুটি কারিগরি শিক্ষার নাম লেখো। (১০মত)

উত্তর: দুটি কারিগরি শিক্ষা হলো— ১. ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং; ২. নার্সিং।

প্রশ্ন-২৫৭ দুটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার নাম লেখো। (১০মত)

উত্তর: দুটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হলো—

১. পর্যটন ও ভ্রমণ গাইড; ২. মৎস্য চাষ।

প্রশ্ন-২৫৮ তোমার মতে জনগণকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার দুটি উপায় লেখো। (১০মত)

উত্তর: জনগণকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার দুটি উপায় হলো—

১. শিক্ষার মান উন্নত করা; ২. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

প্রশ্ন-২৫৯ বিদেশে চাহিদা আছে এমন দুটি কাজের নাম লেখো। (১০মত)

উত্তর: বিদেশে চাহিদা আছে এমন দুটি কাজ হলো—

১. কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ ও যোগাযোগ করা; ২. ক্যান্টিনে রান্না করা।

প্রশ্ন-২৬০ কেন একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি দক্ষ জনশক্তি?

(১০মত)

উত্তর: একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি দক্ষ জনশক্তি কারণ— বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত দক্ষ জনশক্তি তাদের পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

প্রশ্ন-২৬১ তুমি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি শিক্ষা নিয়েছ। তুমি কীভাবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে? দুটি বাক্যে বর্ণনা করো। (মূল্যবোধ ও দক্ষিভক্তি)

উত্তর: আমি কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের উন্নয়নে যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারি তা হলো—

১. কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারি।
২. বিদেশে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।

প্রশ্ন-২৬২ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার দুটি উপকারিতা লেখো। (১০মত)

উত্তর: জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার দুটি উপকারিতা হলো—

১. দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়;
২. দেশে বেকারত্ব কমে যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়) ব্যক্তিগত বাজেট ও ব্যাংক

প্রশ্ন-২৬৩ ব্যক্তিগত বাজেট কী? (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)

উত্তর: একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ও ব্যয়ের/খরচের পূর্ব পরিকল্পনাই হচ্ছে ব্যক্তিগত বাজেট।

প্রশ্ন-২৬৪ সঞ্চয়ী হওয়ার সুবিধা কী? (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)

উত্তর: সঞ্চয়ী হলে ভবিষ্যতে যেকোনো প্রয়োজনে সঞ্চয়ের টাকা ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন-২৬৫ বাজেট পরিকল্পনা কী? দুটি বাক্যে লেখো। (১০মত)

উত্তর: বাজেট পরিকল্পনা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট আয় থেকে কীভাবে খরচ করা হবে সেটির পরিকল্পনা করা। এখানে ব্যক্তিগত আয় ও খরচের পাশাপাশি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে কিছু টাকা উদ্ধৃত রাখারও চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্ন-২৬৬ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মানুষ কীভাবে বাজেট করবে? এটা মানুষের কী কী কাজে লাগে? (সক্ষমতা)

উত্তর: সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মানুষ এমনভাবে বাজেট করে যাতে কিছু টাকা উদ্ধৃত থাকে। এই উদ্ধৃত অর্থ মানুষের—

১. সঞ্চয়ে সহায়তা করে; ২. ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটায়।

প্রশ্ন-২৬৭ রাফিক ব্যক্তিগত বাজেট পরিকল্পনা করতে চায়। তার এ পরিকল্পনায় কোন দুটি খাত থাকবে? উল্লেখ করো। (সক্ষমতা)

উত্তর: রাফিকের ব্যক্তিগত বাজেট পরিকল্পনায় দুটি খাত থাকবে। যথা—

১. ব্যক্তিগত আয়;
২. ব্যক্তিগত ব্যয়।

প্রশ্ন-২৬৮ ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয় করার দুটি উপায় লেখো। (সক্ষমতা)

উত্তর: সঞ্চয় করার দুটি উপায় হলো—

১. আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি না করা;
২. উদ্ধৃত টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করা।

প্রশ্ন-২৬৯ ব্যাংকের প্রধান কাজ কী কী? (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীয় প্রশ্ন-১)

উত্তর: আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। এসব কাজের মধ্যে প্রধান কাজগুলো হচ্ছে— ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের টাকা জমা রাখা; মুনাফা প্রদান করা; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা; ঋণ গ্রহীতাদের থেকে সুদ আদায় করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২৭০ ব্যাংক কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? এর প্রধান দুটি কাজ কী? (জ্ঞান)

উত্তর: ব্যাংক এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংকের প্রধান দুটি কাজ হলো—

১. মানুষের কাছ থেকে সঞ্চি়ত টাকা সংগ্রহ করা ও
২. সেই টাকা ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ীদের প্রদান করা।

প্রশ্ন-২৭১ ব্যাংকে কীভাবে মূলধন গড়ে ওঠে? এ অর্থ ব্যাংক কী করে? (জ্ঞান)

উত্তর: ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চি়ত অর্থ থেকে পুঁজি বা মূলধন গড়ে ওঠে। ব্যাংক এ অর্থ ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে।

প্রশ্ন-২৭২ একটি ব্যাংক চেকে কী কী তথ্য প্রদান করতে হয়? (সক্ষমতা)

উত্তর: একটি ব্যাংক চেকের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, একাউন্ট নম্বর, তারিখ, টাকার পরিমাণ ও স্বাক্ষর দিতে হয়।

ষোড়শ অধ্যায়) জরুরি পরিস্থিতি

প্রশ্ন-২৭৩ জলোচ্ছ্বাসের পূর্বে করণীয় দুটি প্রস্তুতিমূলক কাজ লেখো। (সক্ষমতা)

উত্তর: জলোচ্ছ্বাসের পূর্বে করণীয় দুটি প্রস্তুতিমূলক কাজ হলো—

১. গবাদি পশুগুলোকে নিকটস্থ উঁচু বাঁধে নিয়ে যাওয়া।
২. গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী পলিথিন ব্যাগে ভরে ঘরের মেঝেতে গর্ত করে পুতে রাখা।

প্রশ্ন-২৭৪ জরুরি সেবা পেতে দুটি সংস্থার নাম ও যোগাযোগের নম্বর লেখো। (জ্ঞান)

উত্তর: জরুরি সেবা পেতে দুটি সংস্থার নাম ও তাদের সাথে যোগাযোগের ফোন নম্বর হলো—

১. দুর্যোগের আগাম বার্তা— ফোন নম্বর ১০৯০।
২. জরুরি সেবা— ফোন নম্বর ৯৯৯।



সুপার সাডেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: ২, ৩, ৪, ৯, ১৫, ১৮; অধ্যায় ২: ২০, ২৪, ২৬, ৩১, ৩৩, ৩৪; অধ্যায় ৩: ৩৭, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫৪, ৬০, ৬১; অধ্যায় ৪: ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭৫; অধ্যায় ৫: ৮০, ৮৩, ৮৬, ৯০, ৯৫, ১০৩, ১১১; অধ্যায় ৬: ১১৩, ১১৬, ১২১, ১২৩, ১২৭, ১৩১, ১৩৪, ১৩৯; অধ্যায় ৭: ১৪৩, ১৪৯, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬; অধ্যায় ৮: ১৫৭, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮; অধ্যায় ৯: ১৭২, ১৭৫, ১৮০, ১৮২, ১৮৬; অধ্যায় ১০: ১৮৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৮; অধ্যায় ১১: ১৯৯, ২০৬, ২০৯, ২১১, ২১৩; অধ্যায় ১২: ২১৪, ২১৬, ২১৯, ২২৭, ২৩৭; অধ্যায় ১৩: ২৩৯, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৯; অধ্যায় ১৪: ২৫১, ২৫৩, ২৫৮, ২৬০, ২৬১; অধ্যায় ১৫: ২৬৫, ২৬৬, ২৬৮, ২৭০; অধ্যায় ১৬: ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩।



নিজেকে যাচাই করি: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন



বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৩-এ তোমার প্রস্তুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮ = ১৬

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
২. গারো ও খাসি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য লেখো।
৩. মওলানা আবদুল হামিদ খানকে কেন 'ভাসানী' উপাধি দেয়া হয়?
৪. মুজিবনগর সরকার গঠনের দুটি কারণ লেখো।
৫. কোন দেশের বেশিরভাগ মানুষ দিভেহি ভাষায় কথা বলে? তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম লেখো।
৬. রাষ্ট্রের প্রতি তোমার দুটি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করো।
৭. কীভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রভাব বিস্তার করে?
৮. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

সেট ২ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮ = ১৬

১. অটিন্টিক শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২. মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত যেকোনো দুটি প্রত্ন নিদর্শনের নাম লেখো।
৩. সার্কের দেশসমূহের সহযোগিতার দুইটি ক্ষেত্র লেখো।
৪. আমাদের দেশের দুটি সমুদ্রবন্দরের নাম লেখো।
৫. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের দুটি ব্যবহার লেখো।
৬. জনসম্পদ কী? কীভাবে মানুষ জনসম্পদে পরিণত হয়?
৭. বাজেট পরিকল্পনা কী? দুটি বাক্যে লেখো।
৮. জরুরি সেবা পেতে দুটি সংস্থার নাম ও যোগাযোগের নম্বর লেখো।

সেট ৩ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮ = ১৬

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার দুটি প্রভাব লেখো।
২. ওরাওদের সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৩. মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের দুটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লেখো।
৪. মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থরক্ষার ওআইসির দুটি কাজ লেখো।
৫. GPS-এর পূর্ণরূপ কী? এর কাজ কী?
৬. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন ও পাতাঝরা বনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দুটি উপায় লেখো।
৮. কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা হয়? দুটি উদাহরণ দাও।

সেট ৪ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮ = ১৬

১. বৃষ্টি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২. গারো নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো।
৩. কৃষকদের জন্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দুটি অবদান লেখো।
৪. বাংলাদেশের ইতিহাসে 'কালরাত' কোনটি? এর কারণ কী?
৫. ময়নামতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৬. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? বাংলাদেশ কত সালে এর সদস্যপদ লাভ করে?
৭. কীভাবে তুমি জিপিএস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যেতে পারবে? দুটি বাক্যে লেখো।
৮. ব্যাংকে কীভাবে মূলধন গড়ে ওঠে? এ অর্থ ব্যাংক কী করে?

সেট ৫ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮ = ১৬

১. মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দুটি ভূমিকা লেখো।
২. রাষ্ট্রে নাগরিকের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। উক্ত অধিকারগুলোর মধ্যে দুটি অধিকারের কথা লেখো।
৩. আমাদের সকলের পরমতসহিষ্ণু হওয়া উচিত কেন? দুইটি বাক্যে লেখো।
৪. ম্যানগ্রোভ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৫. সুন্দরবন ও জলাবনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
৬. তোমার মতে জনগণকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার দুটি উপায় লেখো।
৭. রাফিক ব্যক্তিগত বাজেট পরিকল্পনা করতে চায়। তার এ পরিকল্পনায় কোন দুটি খাত থাকবে? উল্লেখ করো।
৮. জলোচ্ছ্বাসের ফলে হয় এমন দুটি ক্ষতি উল্লেখ করো।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

- সেট ১** ১. অধ্যায়-১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪২ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৬৮ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৮৮ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৪৭ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৭৫ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৯১ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১৬ নং দেখো।

- সেট ২** ১. অধ্যায়-২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৬ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১১৬ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৫৯ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২০৩ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-১৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৪১ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-১৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৫১ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৬৫ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭৪ নং দেখো।

- সেট ৩** ১. অধ্যায়-১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৫১ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১২১ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৬১ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২০৯ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১৪ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৪৯ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৫৫ নং দেখো।

- সেট ৪** ১. অধ্যায়-২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৩৭ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৬৫ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৮৪ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১২৮ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৬৬ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১১ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭১ নং দেখো।

- সেট ৫** ১. অধ্যায়-৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৯৩ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৭৪ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-১০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৮৮ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১৯ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২২৪ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-১৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৫৮ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৬৭ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭৭ নং দেখো।

৬৬৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬



নিজেকে যাচাই করি: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন



বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৩-এ তোমার প্রস্তুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮=১৬

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
২. গারো ও খাসি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পার্থক্য লেখো।
৩. মওলানা আবদুল হামিদ খানকে কেন 'ভাসানী' উপাধি দেয়া হয়?
৪. মুজিবনগর সরকার পতনের দুটি কারণ লেখো।
৫. কোন দেশের বেশিরভাগ মানুষ দিজেহি ভাষায় কথা বলে? তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম লেখো।
৬. রাষ্ট্রের প্রতি তোমার দুটি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করো।
৭. কীভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রভাব বিস্তার করে?
৮. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

সেট ২ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮=১৬

১. অটিস্টিক শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২. মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত যেকোনো দুটি প্রত্ন নিদর্শনের নাম লেখো।
৩. সার্কের দেশসমূহের সহযোগিতার দুইটি ক্ষেত্র লেখো।
৪. আমাদের দেশের দুটি সমুদ্রবন্দরের নাম লেখো।
৫. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের দুটি ব্যবহার লেখো।
৬. জনসম্পদ কী? কীভাবে মানুষ জনসম্পদে পরিণত হয়?
৭. বাজেট পরিকল্পনা কী? দুটি বাক্যে লেখো।
৮. জরুরি সেবা পেতে দুটি সংস্থার নাম ও যোগাযোগের নম্বর লেখো।

সেট ৩ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮=১৬

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার দুটি প্রভাব লেখো।
২. ওরাওদের সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৩. মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বরের দুটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লেখো।
৪. মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় ওআইসির দুটি কাজ লেখো।
৫. GPS-এর পূর্ণরূপ কী? এর কাজ কী?
৬. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন ও পাতাররা বনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দুটি উপায় লেখো।
৮. কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা হয়? দুটি উদাহরণ দাও।

সেট ৪ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮=১৬

১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২. গারো নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো।
৩. কৃষকদের জন্য শেয়ে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দুটি অবদান লেখো।
৪. বাংলাদেশের ইতিহাসে 'কালরাত' কোনটি? এর কারণ কী?
৫. ময়নামতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৬. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? বাংলাদেশ কত সালে এর সদস্যপদ লাভ করে?
৭. কীভাবে তুমি জিপিএস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যেতে পারবে? দুটি বাক্যে লেখো।
৮. ব্যাংকে কীভাবে মূলধন গড়ে ওঠে? এ অর্থ ব্যাংক কী করে?

সেট ৫ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৮টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ২×৮=১৬

১. মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দুটি ভূমিকা লেখো।
২. রাষ্ট্রে নাগরিকের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। উক্ত অধিকারগুলোর মধ্যে দুটি অধিকারের কথা লেখো।
৩. আমাদের সকলের পরমতসহিষ্ণু হওয়া উচিত কেন? দুইটি বাক্যে লেখো।
৪. ম্যানগ্রোভ বনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৫. সুন্দরবন ও জলাবনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
৬. তোমার মতে জনগণকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার দুটি উপায় লেখো।
৭. রাষ্ট্রিক ব্যক্তিগত বাজেট পরিকল্পনা করতে চায়। তার এ পরিকল্পনায় কোন দুটি খাত থাকবে? উল্লেখ করো।
৮. জলোচ্ছ্বাসের ফলে হয় এমন দুটি ক্ষতি উল্লেখ করো।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

- সেট ১** ১. অধ্যায়-১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪২ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৬৮ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৮৮ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৪৭ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৭৫ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৯১ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১৬ নং দেখো।

- সেট ২** ১. অধ্যায়-২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৬ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১১৬ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৫৯ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২০৩ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-১৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৪১ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-১৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৫১ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৬৫ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭৪ নং দেখো।

- সেট ৩** ১. অধ্যায়-১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৫১ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১২১ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৬১ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২০৯ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১৪ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৪৯ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৫৫ নং দেখো।

- সেট ৪** ১. অধ্যায়-২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৩৭ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৬৫ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৮৪ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১২৮ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৬৬ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১১ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭১ নং দেখো।

- সেট ৫** ১. অধ্যায়-৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৯৩ নং দেখো। ২. অধ্যায়-৯ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৭৪ নং দেখো। ৩. অধ্যায়-১০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৮৮ নং দেখো। ৪. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২১৯ নং দেখো। ৫. অধ্যায়-১২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২২৪ নং দেখো। ৬. অধ্যায়-১৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৫৮ নং দেখো। ৭. অধ্যায়-১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৬৭ নং দেখো। ৮. অধ্যায়-১৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২৭৭ নং দেখো।